অসুস্থ হৃদয়ের প্রেসক্রিপশন

কলবুন সাকিম

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

বাতায়ন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

বৃষ্টিকে কখনো হাত দিয়ে ফেরানো যায় না - ১০
মোবাইলের স্ক্রিন পেপার - ১৬
সাংবাদিকের সব সংবাদ সত্য নয় - ২৯
সন্তানের জন্ম তারিখ - ৩৫
নদীর মতো উদার হও - ৪১
উদাসী মন আমার - ৪৭
এক কলস ময়লা পানি - ৫৩
শহরে একদিন - ৫৭
স্বার্থপর মানুষ - ৬৪
মুচকি হাসি - ৬৯
রবের কাছে চাইব - ৭৬
ফেলে আসা শৈশব - ৮৬

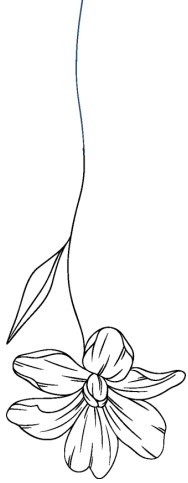

বৃষ্টিকে কখনো হাত দিয়ে ফেরানো যায় না

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথমে হাতকে ছাতা করে মাথার ওপর দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। আঙুলের ফাঁক গলে ফোঁটা ফোঁটা পানি চুইয়ে পড়ে পুরো শরীর ভিজে যাচ্ছিল। আমি বৃষ্টিতে ভিজতে পারি না। ঠান্ডা লেগে যায়। বৃষ্টির তীব্রতা দেখে আমি ছোট একটি টঙের দোকানে আশ্রয় নিলাম। আদা মেশানো এক কাপ লাল চা হাতে আমার। চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াতেই ডুবে গেলাম ভাবনার সাগরে। এটা আমার পুরোনো স্বভাব। এ রঙিন পানিতে ঠোঁট ঠেকালেই যেন আমি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি। মাথায় উঁকিবুঁকি দিতে থাকে দারুণ সব চিন্তাভাবনা। এই যেমন আজ ছোটবেলার এক স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

রমজানে নানু বাড়ি গিয়ে মামাদের কাছে বায়না ধরে আমরা লেজার লাইট কিনতাম। তারপর সেটা নিয়ে মাগরিবের পর আমাদের দুষ্টুমি শুরু হতো। একজন আরেকজনের চোখে লাইট ধরে আবার লুকিয়ে পড়তাম।

একদিন আমার কাছে কোনো লাইট ছিল না। এশার নামাজের পর অন্ধকার রাতে একাকী পথ চলছিলাম। গাছের আড়াল থেকে কেউ একজন দুষ্টুমি করে হাই পাওয়ারের লেজার লাইট ধরে বসল আমার চোখ বরাবর। এমনিতেই অন্ধকার। তার ওপর আবার লেজার লাইট! মেজাজ চড়ে গেল। হাত দিয়ে আলো ফেরানোর চেষ্টা করছিলাম; ঠিক যেভাবে আজকে বৃষ্টির পানি ফেরানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আলো কি আর হাত দিয়ে ফেরানো যায়! ঠিক যেভাবে ফেরানো যায় না বৃষ্টির পানি! লেজার লাইটের সে কর্কশ আলো থেকে সেদিন বাঁচতে পারিনি, যেমন আজ রেহাই পেলাম না বৃষ্টির পানি থেকে। সে

আলো থেকে আমি কীভাবে বাঁচব। কারণ তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় তো হচ্ছে—যিনি লাইট ধরে আছেন, তার সাথে বোঝাপড়া করা। তাহলে সহজেই ঝামেলা চুকে যায়।

গল্পটা মনে পড়তেই মাথায় একটা বিষয় চাপল। তা হলো—আমাদের সব কিছুর সিদ্ধান্ত আরশে আজিম থেকেই হয়ে থাকে। সকল বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত আমাদের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করেই হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সকল সিদ্ধান্ত নেন। এটা আরশে আজিমের সিদ্ধান্ত। শত চেষ্টা করেও আমরা ফেরাতে পারব না।

ঠিক তেমনই আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টিকে কখনোই আমরা হাত দিয়ে ফেরাতে পারব না। তবে হ্যাঁ, বৃষ্টির ফোঁটা থেকে বাঁচতে বড়জোর ছাতা দিয়ে আড়াল হতে পারব মাত্র। অথবা ঘরে ঢুকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। এতটুকুই; কিন্তু যতক্ষণ বৃষ্টি হবে, ততক্ষণ বাইরে বের হলে বৃষ্টি থেকে একেবারে বাঁচা সম্ভব না।

আচ্ছা, আরেকটু সহজ করে বলি। ধরুন, সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান কারও ওপর নারাজ হলো। নিজ প্রশাসন দিয়ে তাকে গ্রেফতার করাল। এখন এ ব্যক্তি যদি থানায় গিয়ে আচ্ছামতো টাকা-পয়সা ঢালে, তাহলে কি কোনো কাজ হবে? নিশ্চয় না। সুতরাং তার জন্য উচিত হবে—সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে যোগাযোগ করে তার নিকট ক্ষমা চাওয়া।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের ওপর যে সকল বিপদাপদ আসে, ওটা আরশে আজিম থেকে সিদ্ধান্ত হয়েই আসে। এখন আমাদের জন্য উচিত হলো—নামাজ পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করা। সরাসরি তাঁর নিকটই সাহায্য চাওয়া। কারণ, একমাত্র তিনিই পারবেন এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও নামাজের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।—সুরা বাকারা, ১৫৩

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো বিপদের সম্মুখীন হতেন, সাথে সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট সাহায্য চাইতেন।

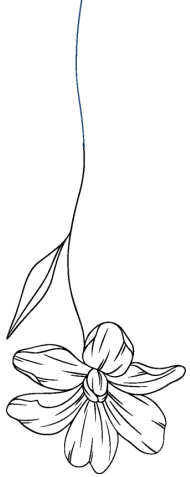

সাংবাদিকের সব সংবাদ সত্য নয়

শিরোনামটা পড়ে হয়তো চমকে ওঠার কথা। কিন্তু ঘটনা সত্য। এতে আমি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। আমাদের মাদ্রাসায় একটা সময় দুষ্ট জিনের খুব উৎপাত ছিল। একদিন মাদ্রাসার তিন তলা থেকে এশার নামাজের সময় একটা ছেলে নিচে পড়ে মারা যায়। বেশকিছু জনপ্রিয় পত্রিকা ও টিভি সাংবাদিক মাদ্রাসায় এসে ভিড় জমায়। উস্তাদরা তাদের নিকট পুরো কাহিনি খোলাসা করে বলে। কিন্তু এতে তাদের মনঃপূত হয় না। আইন নাকি ভূত-প্রেত কিছুই বিশ্বাস করে না। আচ্ছা বুঝলাম অহেতুক এখানে আইন টেনে লাভ নেই। আইনের জায়গায় আইন থাকুক, ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা হলো তখন, যখন পরেরদিন পত্রিকার পাতায় নজর বোলালাম। পত্রিকাগুলোর হেডলাইন ছিল এমন—'দুই ছাত্রের হাতাহাতিতে একজন নিচে পড়ে মৃত্যু।'

'হুজুরের ভয়ে লাফিয়ে প্রাণ দিলেন মাদ্রাসা ছাত্র।'

'তিন তলা ভবন থেকে নিচে ফেলে খুন করা হলো মাদ্রাসা ছাত্র অমুককে।'

পত্রিকার হেডলাইনগুলো দেখে আমাদের মাদ্রাসা অফিসে উস্তাদরা দুঃখের মাঝেও হাসিতে ফেটে পড়লেন। যেখানে চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের সামনে বিদ্যমান, সেখানে এসব গাঁজাখুরি নিউজ দেখে যে কারও মাথা ব্যথা হওয়ারই কথা। সেদিনের পর থেকে পত্র-পত্রিকার নিউজের ওপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে গেছে।

কারণ, আমাদের নিকট যে সংবাদ পৌঁছানো হয়, তার সব অংশ সত্য নয়। তবে সত্য সংবাদ যে কেউই জানে না, বিষয়টা এমনও নয়; বরং সাংবাদিকদের

কাছে সব সংবাদের সত্যতা পাওয়া যায়। ওপর মহলের কোনো চাপে হয়তো তারা সে সমস্ত সংবাদ প্রচার করতে পারেন না। কিন্তু মোটাদাগের সব সাংবাদিকের কাছেই দেশের গভীর থেকে গভীরতর তথ্য পাওয়া যাবে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কার্যক্রম, উন্নতি-অগ্রগতি, ষড়যন্ত্র-অপকর্মসহ যাবতীয় খবরাখবর একমাত্র তাদের নিকটই পাওয়া যাবে। আমাদের সাধারণ জনগণকে তো শুধু 'কলা দেখিয়ে মুলা খাওয়ানো' টাইপের কিছু সংবাদ জানানো হয়। সত্য কথা বলতে, সংবাদের ভেতরেও যে সংবাদ থাকে, ওগুলো একমাত্র সাংবাদিকের কাছেই পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় আমার বুঝে এলো যে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকলে, তথা আলেম-উলামাদের সাথে থাকলে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে সত্য দ্বীন পাওয়া যায়। দ্বীনের গভীরতা বোঝা যায় এবং দ্বীনের ওপর চলা সহজ হয়ে যায়। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে তখন আর কোনো বাধা আসে না। মিস্টার শয়তানও তখন ধোঁকা দিতে গিয়ে বোকা বনে যায়।

আচ্ছা আরেকটু সহজ করে বলি। আমাদের দেশে তো কত সময় কত কিছুই রটে। যা রটে, তার সবই কি ঘটে? মাঝেমধ্যে কত আজগুবি সংবাদ আমরা শুনতে পাই। তার সত্যতা যাচাই করতে কি কখনো আমরা সাংবাদিকদের কাছে যাই? যাই না। ফলে আমরা সত্য সংবাদও পাই না। এখন সত্য সংবাদ জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সাংবাদিক ভাইদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। তাদের সংস্পর্শে থাকা। তাহলে সংবাদের ভেতরেও যে সংবাদ থাকে, আমরা সেটা অতি সহজেই জানতে পারব।

অনুরূপ আমাদের আলেম-উলামাদের নামেও অনেক সময় আজগুবি সব সংবাদ ছড়ানো হয়। মিথ্যে সংবাদ কানে নিয়ে তৃপ্তি ভরে আমরা মহল্লা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে থানা শহর পর্যন্ত সব ছড়িয়ে বেড়াই; কিন্তু আমাদের কি কখনও এতটুকু শুভবুদ্ধির উদয় হয় না—যার নামে ঘটনা রটেছে; সরাসরি তার থেকে বিষয়টি জেনে নিই! আমরা বাঙালি। হুজুগে জাতি। কোনোরকম একটা ইস্যু পেলেই সেটাকে পুঁজি করে আত্মার খোরাক নিয়ে থাকি। ভাবি, অন্তত কিছু দিন এ ইস্যুর ওপর নির্ভর করে চলা যাবে। সত্য যাচাইয়ের ক্ষমতা আমাদের আর হয়ে ওঠে না।

আচ্ছা ধরুন, বিয়ের দিন জামাই যখন শ্বশুর বাড়ি গিয়ে নানা ধরনের খাবার-দাবার আর আপ্যায়নে সম্মানিত হয়; তখন এ সম্মানটা কি জামাই

বাবুকে একাই করা হয়? জামাই বাবু কিন্তু একাই সব খাবার খেয়ে সাবাড় করে দেন না, আবার শ্বশুর মশাইও শুধু মেয়ের জামাইয়ের জন্য একপ্লেট খাবারই নিয়ে আসেন না; বরং বিষয়টা তো এমন যে, জামাইয়ের সাথে থাকা সকল আত্মীয়স্বজনকেও এ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

তদ্রূপ আমরা যখন একজন আলেমের সাথে থাকব, তাকে মন থেকে ভালোবাসব, মায়া-মহব্বত করব; তখন আশা করা যায়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও আমাদেরকে এ আলেমের সাথে সে সম্মানে ভূষিত করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু তাঁর প্রিয় বান্দাকে একাকী এ সম্মানে সম্মানিত করবেন না; বরং তার সাথে থাকা তার সকল হিতাকাঙ্ক্ষীদেরও সম্মানিত হবেন।

উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি আমার আদর্শের ওপর নেই, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে না।—মুসনাদে আহমদ, ২২১৪৩

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের আদব রক্ষাকারী ও কুরআন অনুযায়ী আমলকারী হাফেজ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশার সম্মান করা মহান আল্লাহর সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।—সুনানে আবু দাউদ, ৪০৫৩

আলেমগণ আল্লাহর ওলি বা বন্ধু। তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল। হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে শত্রুতা করবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। —সহিহ বুখারি, ৬৫০২

ইমাম হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হে ভাই, জেনে রাখো, উলামায়ে কেরামের দোষচর্চা বিষাক্ত জিনিস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অভ্যাস হলো—উলামায়ে কেরামের কুৎসা রটনাকারীকে তিনি লজ্জিত করেন (এটা কারও অজানা নয়)। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মৃত্যুর আগে তার অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেবেন।—আত-তিবয়ান ফি আদাবে হামালাতিল কুরআন : ২৭-২৯

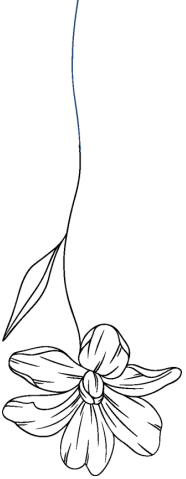

এক কলস ময়লা পানি

প্রাচীন যুগের এক গরিব লোক। মরুভূমিতে ছিল তার বাস। লোকটার বহুদিনের ইচ্ছা, সে বাদশাকে দেখতে যাবে। বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করবে। মনখুলে তার সাথে কথা বলবে। কিন্তু বাদশার দরবারে হাদিয়াস্বরূপ কী নিয়ে যাবে—এই নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে গেল।

একদিন প্রচুর বৃষ্টি হলো। মরুভূমিতে পানিও জমল বেশ। সুস্বাদু মিষ্টি পানি। লোকটা তার স্ত্রীকে বলল, 'চলো আমরা এখান থেকে এক কলস পানি নিয়েই বাদশার দরবারে যাই। বাদশাহ হয়তো কখনো এমন মিষ্টি আর স্বচ্ছ পানি দেখেননি।'

লোকটি তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এক কলস পানিসহ মরুভূমির এই বিশাল পথ পাড়ি দিতে লাগল। উদ্দেশ্য একটাই, বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করা। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বাদশার দরবারে উপস্থিত হলো সে। মরুভূমির এই বিশাল পথ হেঁটে আসতে আসতে কলসে কিছুটা ময়লা প্রবেশ করল আর তীব্র গরমের কারণে পানি থেকে দুর্গন্ধও আসছিল। লোকটা কলসের মুখ খুলে বাদশার দরবারে পেশ করে বলল, 'বাদশাহ, আপনার জন্য আমাদের এলাকা থেকে এক কলস মিষ্টি পানি নিয়ে এসেছি।'

বাদশাহ কলস হাতে নিয়ে দেখলেন, পানিতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা, সাথে পানি থেকে বিশ্রী গন্ধও আসছে। বাদশাহ বুঝতে পারলেন, লোকটা খাঁটি দিলে সাদাসিধা মনে বাদশার জন্য এই উপহার এনেছে। উদার মনোভাবের বাদশাহ তাকে আশাহত করলেন না; বরং তার সেই কলস স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং তার উজিরকে ডেকে বললেন, 'লোকটাকে আমার প্রাসাদের

পেছন দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই বিশালকায় নদীর পাড় থেকে একটু ঘুরিয়ে আনো।'

আচ্ছা, বাদশার দরবারে কেউ কী কখনো এমন কাজ করতে পারে? ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধ পানি বাদশার দরবারে নেওয়া নিশ্চয় অপরাধ। শাস্তিযোগ্য কাজ; কিন্তু বাদশাহ তাকে শাস্তি তো দিলেনই না, উলটো অঢেল সম্পদে পুরস্কৃত করলেন। তাকে উৎসাহ দিলেন। তার সাহস বাড়ালেন। বাদশাহ এমনটা কেন করলেন? কারণ, বাদশাহ জানতেন, লোকটা তার জন্য মায়া-মহব্বত করে খাঁটি দিলে এই উপহারটুকু এনেছে।

উপর্যুক্ত ঘটনা মনে পড়ার পর আমার একটা কথা বারবার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। তা হলো, আমরাও যখন খাঁটি দিলে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য কোনো কাজ করব, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও আমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। হোক না আমাদের আমল টোটা-ফাঁটা কিংবা ভাঙাচুরা। দয়াময় সৃষ্টিকর্তার খাজানায় তো আর কম নেই যে, তিনি আমাদেরকে কম দেবেন। একজন দুনিয়ার সামান্য বাদশার অন্তরে যদি এ পরিমাণ দয়া থাকে, তাহলে যিনি সকল বাদশার বাদশাহ, তার অন্তরে কী পরিমাণ দয়া থাকতে পারে—তা কী কখনো কল্পনা করা যায়!

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু করি না কেন সকল কিছুই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। হোক সেটা ছোট কিংবা বড় কোনো কাজ। প্রত্যেক কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে। নিয়ত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা, স্পৃহা, মনের দৃঢ় সংকল্প। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো কাজ বা আমলের দিকে মনোনিবেশ করাকে নিয়ত বলে। মূলত আমাদের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির অর্জন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিয়ত করি? প্রশ্ন থেকে যায়। আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা জরুরি বা কাম্য। নামাজ-রোজা থেকে শুরু করে সকল কিছুতেই নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি। যদি নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকে তাহলে কাজটি যতই সুন্দর হোক না কেন, তা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না।

নিয়ত সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

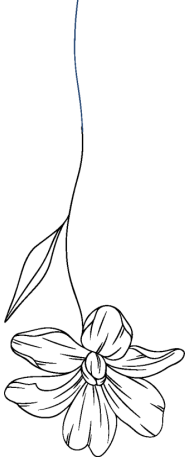

স্বার্থপর মানুষ

এবার একটু ভিন্নধর্মী গল্প বলব।

সুখনগরে একজন স্বার্থপর মানুষ বসবাস করত। সে সব ভালো কিছু নিজের জন্য পছন্দ করত। হতভাগা লোকটির এত এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কখনো সে তার বন্ধু বা দরিদ্র কাউকে সাহায্য করতে পারেনি।

ঘটনাক্রমে একদিন তার ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে ফেলে। পুরো সুখনগরের রাস্তা তন্নতন্ন করে খুঁজে না পেয়ে লোকটা তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাকে বিস্তারিত জানায়—কীভাবে সে তার স্বর্ণমুদ্রা হারিয়েছে। স্বার্থপর লোকটার বন্ধু একজন দয়ালু মানুষ ছিলেন।

দয়ালু বন্ধুর ছোট মেয়ে যখন দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, তখন সে এই ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা রাস্তার ধারে খুঁজে পেয়েছে। বাড়িতে পৌঁছে ছোট্ট মেয়েটি তার বাবাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখিয়ে ঘটনার বিবরণ দেয়। মেয়েটির বাবা তাকে বলেছিলেন, সোনার কয়েনগুলি তার বন্ধুর। সে হয়তো হারিয়ে ফেলেছে। তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

স্বার্থপর লোকটির চেহারায় চিন্তার ভাঁজ দেখে দয়ালু বন্ধু স্বর্ণের থলে বের করে দিলেন। একটা একটা করে স্বর্ণমুদ্রা গণনা করার পর লোকটি বলল, থলের ভেতর চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। দশটি স্বর্ণমুদ্রা তার মেয়ে নিয়ে গেছে। সে আরও জোর গলায় আঙুল উঁচিয়ে বলে গেল, সে তার থেকে অবশিষ্ট টাকা আদায় করবেই করবে।

পরদিন সকালে স্বার্থপর লোকটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে আদালতে যায় এবং সেখানে তার বন্ধু ও বন্ধুর মেয়ের যোগসাজশে দশটি স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়েছে বলে দাবি জানায়।

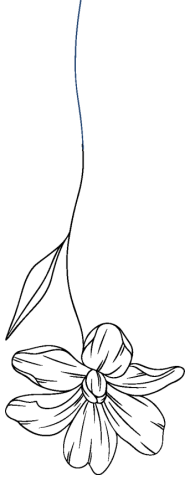

ফেলে আসা শৈশব

আমাদের জীবনের সবচেয়ে মধুর সময় যেটি, নিঃসন্দেহে তা আমাদের শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলি। এই বাঁধনছাড়া রঙিন সময়কালটি দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ এবং সংসারের নানা জটিলতার সাথে আবদ্ধ থাকে না। তাই হয়তো ছেলেবেলার স্মৃতি এতটাই সুখের যে, সে দিনগুলোর কথা মনে করলে আমরা এক পরম সুখ অনুভব করি। মনে তৃপ্তি পাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা রঙিন অধ্যায় হচ্ছে শৈশবকাল। আমাদের সকলেরই খুব ইচ্ছে করে শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলি ফিরে পেতে। ফিরে পেতে চাই ছেলেবেলার সেই সারল্য আর মাধুর্যময় দিনযাপনের কালকে। যে শৈশবে মাথায় চেপে বসে না কোনো চিন্তাভাবনা বা সংসার গোছানোর মতো অব্যক্ত যন্ত্রণা। শুধু খুশি-আনন্দ আর হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সমগ্র ছোটবেলা অতিবাহিত হয়েছে। কী মনোরম, কী মনোহর সেই হারানো ধুলোমাখা দিন! বুকের ভেতর আজও রঙিন শৈশব ডাকে শুধু আয়, আয়, আয়!

সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে আমাদের বয়স বেড়েছে। হয়ে উঠেছি কর্মব্যস্ত কিংবা জোড়াতালির সংসার গোছানোর কাজে মহাব্যস্ত। তবে কিছু মুহূর্ত, যা সেই ফেলে আসা ছেলেবেলার স্মৃতিগুলিকে তাজা করে দেয়। বুকের ভেতরটা অজানা পুলকে শিহরিত করে তোলে। নতুন করে ফিরে পাই পুরোনো সেই দিনগুলিকে। দৈনন্দিন রুটিনে বাঁধা ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে উঁকি মারা ছেলেবেলার নিষ্পাপ মনটা আর সরলতায় মাখানো অনুভূতিগুলোই নিঃসন্দেহে আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম পাথেয়। ছোটবেলার হাজারো স্মৃতির ভান্ডার থেকে ঠিক এ মুহূর্তে খুব বেশি মনে পড়ছে—প্রায়শই বিকেলে রাস্তার মোড়ে ঝালমুড়ি খাওয়ার সুখকর স্মৃতিগুলো।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
ইসলামি আকিদা – ইলিয়াস ঘুম্মান
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান

প্রকাশিতব্য কিছু বই

তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
হাজি শরিয়তুল্লাহ – আবদুন নুর সিরাজি
ফকির মজনু শাহ ও ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ
খিলজি শাসনের ইতিহাস – অনূদিত
আন্দালুসের ইতিহাস – অনূদিত